দৈনিক ইত্তেফাক

- 4 JUN 2017

কেমন বাজেট পেল শিক্ষার্থীরা?

মুহাম্মদ শরীফ

মাননীয় অর্থমন্ত্রী এগারবারের মতো জাতীয় বাজেট পেশ করলেন। বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে তিনি বললেন: 'সমৃদ্ধির মহাসড়কে আমাদের এই নিরন্তর অভিযাত্রা চলবেই। চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত এ যাত্রা চলতেই থাকবে।' আমাদের মতো ক্ষুদ্র অথচ বিশাল জনসংখ্যার দেশে সঠিক কৌশলগত বাজেট প্রণয়ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট ঘোষণার মধ্যেই একটা দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। প্রতিবছরই অর্থমন্ত্রী একটা ভারসাম্য রক্ষা করে বাজেট প্রণয়ন করেন। বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো খুব অল্প পরিমাণেই পরিবর্তন হয়ে থাকে। এবার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫০ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা। চলতি বছর এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৯ হাজার ১০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশ, এবার কিছুটা বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২ দশমিক ৯ শতাংশ। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে মনে হলেও, মূলত বাজেটের আকার অনুসারে তা বৃদ্ধি পায়নি।

দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের দেশেই শিক্ষাখাতে সবচেয়ে কম বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। ইউনেস্কোর প্রস্তাব ছিল, এবার শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া। কিন্তু সেটা করা হয়নি। অর্থমন্ত্রী বললেন, 'দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের প্রধান কৌশল হিসেবে সরকার এ খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে।' কিন্তু দেশের প্রায় ছয় কোটি শিক্ষার্থীর জন্য এই পরিমাণ বাজেট কি সফলতা বয়ে আনবে, প্রশ্ন থেকে যায়। নিয়ম রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্বের কথা বলা হলেও, শিক্ষাখাতে এত অল্প বরাদ্দ স্থায়ী কোনো ফায়দা দেবে বলে মনে হচ্ছে না। এ পরিমাণ বাজেট দিয়ে শিক্ষাখাত এক বছর চলে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু উন্নয়ন আসবে কি?

আমরা চাই দেশের শিক্ষাখাতে এমন বাজেট যা এখানে স্থায়ী উন্নয়ন ঘটাবে।

সামরিক খাতকে প্রতিবছর একটু অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়। হ্যাঁ, ব্যাপারটা অতিরিক্তই বটে।

অথচ আমরা একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণে তাকালে হতে পারে আমাদের দ্বিগুণ লাভ। আমরা যদি আমাদের শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেই, এই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করি, তাহলে দেশেই সৃষ্টি হবে সামরিক বাহিনীর জন্য উন্নতমানের অস্ত্র আর উন্নতমানের যুদ্ধজাহাজ। বাংলাদেশে এখনই ভালো মানের জাহাজ তৈরি হয়। আবার তা বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। আধুনিককালে অধিক জনসংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। অধিক জনসংখ্যা সমস্যা নয়, হতে পারে একটা দেশের জন্য আশীর্বাদও। যদি সেদেশের জনসংখ্যাকে গড়ে তোলা যায় দক্ষ জনশক্তি হিসেবে। আর এই দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের একটাই পথ; শিক্ষাখাতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হচ্ছে 'বেকার তৈরির কারখানা'। একটা শিক্ষিত তরুণ কেন বেকার হিসেবে স্বীকৃত হবে? যদি সে সঠিক শিক্ষাখাতে শিক্ষিত হয়ে থাকে, তবে তো তার বেকার হওয়ার কথা নয়। সে হতে পারতো দেশের সম্পদ। এখন শিক্ষিত তরুণরা দেশের সম্পদ না হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে দেশের বোঝা হিসেবে। কিন্তু কেন? শিক্ষাখাতে উন্নয়ন করতে হলে এর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। যেতে হবে শিক্ষার্থীদের কাছ পর্যন্ত। মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে ঝরে না পড়ে, দিতে হবে সেদিকে নজর। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের যে উপবৃত্তি দেওয়া হয় তা একেবারে লজ্জাজনক। এ ধরনের নামেমাত্র উপবৃত্তি শিক্ষার্থীদের কোনো স্থায়ী সুফল এনে দিতে পারে না। এছাড়া উপবৃত্তিও প্রদান করা হয় মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের উপবৃত্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা পারে না উচ্চশিক্ষা নিতে।

শিক্ষাখাতে এ ধরনের অল্প বিনিয়োগের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসে না তেমন কাঠামোগত পরিবর্তন। উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য গবেষণা। অথচ দেশের মাত্র কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আছে গবেষণার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা। আর দেশের বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো যেই-সেই করে কোনোরকম দিন পার করছে। শিক্ষাখাতের আমূল পরিবর্তনের জন্য দরকার এ খাতে বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি। নামেমাত্র বাজেট দিয়ে স্থায়ী কোনো কল্যাণ আসবে না শিক্ষাখাতে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া করছেন তারাও মেধাবী। হয়তো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে এখানকার শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয়ে আসছে।

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে উচ্চশিক্ষা স্তর হতে অসংখ্য শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এ সংবাদটা একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য সুখের নয়। বিশেষ করে আমাদের মতো অধিক জনসংখ্যার দেশের জন্য তো নয়ই। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যেন অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য ঝরে না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এই দিকটি দেখার আহ্বান জানাচ্ছি। বাজেটে শিক্ষাখাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। হয়তো ধারাবাহিকতা রক্ষায় এবারও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা চাই এমন একটা বাজেট, যা শিক্ষাখাতকে স্থায়ীভাবে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাবে। তবেই শিক্ষা পরিণত হবে উন্নয়নের প্রধান বাহনে।

● **লেখক: শিক্ষার্থী, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা**

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................

চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

সদয়/জ্ঞাতার্থে